প্রকল্প পরিচালক (পায়রা-কুয়াকাটা)
প্রকল্প পরিচালক (কুষ্টিয়া)
সিনিয়র জিওগ্রাফার (রিসার্চ)
সিনিয়র প্ল্যানার (টাঃ প্ল্যাঃ)/(রিঃ প্ল্যা)
সিনিয়র প্ল্যানার (ট্রাঃ প্ল্যাঃ-১)/
সিনিয়র প্ল্যানার (ট্রাঃ প্ল্যাঃ সেফটি প্ল্যা)
সহকারী প্রকৌশলী (পার্ভে)/(ট্রাফিক)
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত সহকারী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

ডিটিসিএ ভবন, লাভ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.dtca.gov.bd

স্মারক নং- ৩৫.০২.০০০০.০০৩.২২.০০১.১৯-১৩ | তারিখ: ২৭-০২-২০২৩ খ্রি.

বিষয়: "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" এর উপর অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৩ খ্রি: তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডিটিসিএ সভাকক্ষে (সেন্ট্রাল কনফারেন্স রুম, কক্ষ নং-৮০৫, ডিটিসিএ সদর দপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক প্রণীত "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" আরো তথ্য সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এর উপর একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতির জন্য এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংযুক্ত "খসড়া পার্কিং নীতিমালা ২০২২" এর উপর মতামত আগামী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে এ দপ্তরে প্রেরণের অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ১। সভার কার্যবিবরণী
২। "খসড়া পার্কিং নীতিমালা ২০২২" এর কপি।

২৭/০২/২০২৩

(মোঃ নাহমাদুল হাসান)
সিনিয়র আরবান প্ল্যানার
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

বিতরন: (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ("খসড়া পার্কিং নীতিমালা ২০২২" এর কপি সংযুক্ত):

১। অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (পি এন্ড পি), ডিটিসিএ - আহ্বায়ক
২। আরবান প্লানার, ডিটিসিএ - সদস্য
৩। ট্রান্সপোর্ট প্লানার, ডিটিসিএ - সদস্য
৪। ডেপুটি আর্কিটেক্ট, ডিটিসিএ - সদস্য
৫। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন)- সদস্য
৬। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য
৭। নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন - সদস্য
৮। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন - সদস্য
৯। মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা - সদস্য
১০। মানিকগঞ্জ পৌরসভা - সদস্য
১১। নরসিংদী পৌরসভা - সদস্য
১২। সাভার পৌরসভা - সদস্য
১৩। তারাব পৌরসভা - সদস্য
১৪। সোনারগাঁও পৌরসভা - সদস্য
১৫। ধামরাই পৌরসভা - সদস্য
১৬। ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার, ডিটিসিএ - সদস্য সচিব।

অনুলিপি কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ("খসড়া পার্কিং নীতিমালা ২০২২" এর কপি সংযুক্ত) :

০১। চেয়ারম্যান, রাজউক
০২। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
০৩। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
০৪। মহাপরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্স ইন্সটিটিউট
০৫। পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ডিএমপি
০৬। অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (টিএমপিটিআই), ডিটিসিএ
০৭। অতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার
০৮। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
০৯। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা
১৩। পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৪। ডিআইজি, গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ
১৫। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ পৌরসভা
১৬। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নরসিংদী পৌরসভা
১৭। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সাভার পৌরসভা
১৮। নির্বাহী কর্মকর্তা, তারাব পৌরসভা
১৯। নির্বাহী কর্মকর্তা, সোনারগাঁও পৌরসভা
২০। নির্বাহী কর্মকর্তা, ধামরাই পৌরসভা
২১। পরিচালক (প্রশাসন), ডিটিসিএ
২২। সিনিয়র রোড সেফটি স্পেশালিষ্ট, ডিটিসিএ
২৩। ট্রাফিক এনফোর্সমেন্ট অফিসার, ডিটিসিএ
২৪। ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিটিসিএ
২৫। ম্যাস ট্রানজিট প্ল্যানার, ডিটিসিএ
২৬। ডেপুটি ম্যাস ট্রানজিট প্ল্যানার (এমআরটি), ডিটিসিএ
২৭। ডেপুটি ম্যাস ট্রানজিট ইঞ্জিনিয়ার (বিআরটি), ডিটিসিএ
২৮। ডেপুটি ম্যাস ট্রানজিট ইঞ্জিনিয়ার (এমআরটি), ডিটিসিএ
২৯। ডেপুটি ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডিটিসিএ
৩০। ডেপুটি ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানার, ডিটিসিএ
৩১। ডেপুটি আরবান প্ল্যানার, ডিটিসিএ
৩২। সহকারী আর্কিটেক্ট, ডিটিসিএ
৩৩। সহকারী জিআইএস এনালিষ্ট, ডিটিসিএ
৩৪। নির্বাহী পরিচালকের একান্ত সচিব, ডিটিসিএ (নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৫। দপ্তর কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ডিটিসিএ সদর দপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮

ওয়েব সাইটঃ www.dtca.gov.bd

বিষয়: "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" এর উপর পর্যালোচনা সভা

সভাপতি : জনাব এ কে এম হাফিজুর রহমান, অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (মাস ট্রানজিট) (যুগ্মসচিব), ডিটিসিএ।

স্থান : সেন্ট্রাল কনফারেন্স রুম, কক্ষ নং-৮০৫, ডিটিসিএ সদর দপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।

তারিখ : ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

সময় : সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।

উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-খ দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি পরিচয় পর্ব শেষে সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য ডিটিসিএ'র সিনিয়র আরবান প্ল্যানার জনাব মোঃ: নাহমাদুল হাসান-কে আহবান জানান।

২.০ ডিটিসিএ'র সিনিয়র আরবান প্ল্যানার জনাব মোঃ নাহমাদুল হাসান ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) কর্তৃক প্রণীত "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" এর উপর প্রারম্ভিক আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, খসড়া পার্কিং নীতিমালাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ডিটিসিএ হতে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। অদ্যকার সভায় গঠিত কমিটির ১৬ জন সদস্যের মধ্যে ডিটিসিএ'র ৪ জন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও তারাবো পৌরসভার ৩ জন সদস্যসহ মোট ৭ জন সদস্য উপস্থিত রয়েছেন।

৩.০ তারাবো পৌরসভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন যে, সকল অংশীজনের লিখিত মতামত সংগ্রহ করে সমন্বয় করে তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে নতুবা এই নীতিমালার উদ্দেশ্য সফল হবে না। তিনি আরো বলেন পার্কিং ফি বা জরিমানার কোন উল্লেখ এই নীতিমালায় নেই যা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৪.০ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর ডিসি ট্রাফিক (লালবাগ) জনাব মোঃ মেহেদী হাসান বলেন যে, "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" কে সমৃদ্ধ করার জন্য গঠিত কমিটিতে ডিএমপি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, ইজারা দেয়ার ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় ট্রাফিক পুলিশের মতামত নিতে হবে। স্থানীয় সরকার সরকার মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাগুলো ইজারা নেয়া জায়গায় কোন রকমের নিয়মের ব্যত্যয় ঘটবে কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করবে। "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" এর বাস্তবায়নে পুলিশ সদস্যদের অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫.০ সভাপতি সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থাগুলোর "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" এর উপর মতামত প্রদান করতে কত সময় লাগতে পারে তা জানতে চাইলে ডিটিসিএ'র ট্রান্সপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ হায়দার কামরুজ্জামান বলেন যে, সুষ্ঠুভাবে এই নীতিমালা বাস্তবায়নে পর্যালোচনায় অধিকতর সময়ের প্রয়োজন হবে।

৬.০ ডিটিসিএ’র ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার জনাব মীর মোহাম্মদ কামুরুল হাসান বলেন যে, হাইওয়েতে থাকলেও নগর অঞ্চলে যান চলাচলের রাস্তার প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারী ইত্যাদির শ্রেণীবিভাগ নেই। তা না করা হলে কোন রাস্তায় নীতিমালার কোন ধারা প্রযোজ্য হবে তাতে সমস্যা থেকে যাবে।

৭.০ সভাপতি বলেন যে, সভায় "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি কাম্য। এই নীতিমালার উপর মতামত প্রদানে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থাগুলোকে ১৫ দিন সময় দেয়া যেতে পারে এবং গঠিত কমিটিতে ডিএমপি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে হবে।

৮.০ <u>সিদ্ধান্তসমূহ:</u>

১) সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থাগুলোকে "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" প্রেরণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এ নীতিমালার উপর ১৫ দিনের মধ্যে লিখিত মতামত প্রেরণ করবেন। এই সময়ের মধ্যে লিখিত মতামত পাওয়া না গেলে কোন দ্বি-মত নেই মর্মে গণ্য করা হবে।

২) "খসড়া পার্কিং নীতিমালা, ২০২২" কে সমৃদ্ধ করার জন্য গঠিত কমিটিতে ডিএমপি এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধিকে (ডেপুটি কমিশনার র‍্যাংকের) কো-অপ্ট করতে হবে।

৯.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮/০২/২০২৩

(এ কে এম হাফিজুর রহমান)
অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক (মাস ট্রানজিট)
(যুগ্মসচিব), ডিটিসিএ
ফোন: ৮৮- ০২২২৬৬০৩৬৮৬

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

খসড়া পার্কিং নীতি, ২০২২

পার্কিং নীতি, ২০২২

১. ভূমিকা

যে কোন শহরের সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে পার্কিং সুবিধাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন এর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পার্শ্বে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং করিবার প্রবণতাও উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহার দরুন যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যবহারযোগ্য সড়কের আয়তন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে এবং যানজট বৃদ্ধি পাইতেছে। ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষর উপর আরোপিত প্রধান দায়িত্বগুলির অন্যতম হইল বৃহত্তর ঢাকার অবকাঠামো উন্নয়নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিবহন সেবা তথা ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধন করা। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আশু করণীয় কাজ গুলির মধ্যে অন্যতম পার্কিং নীতিমালা প্রণয়ন।

উল্লেখ্য, ডিটিসিএ আইন ২০১২ এর অনুচ্ছেদ ৯ এর (ঘ) অনুসারে ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র এলাকার জন্য পার্কিং নীতিমালা প্রণয়ন করার নির্দেশনা দেওয়া হইয়াছে। এছাড়া জাতীয় স্থল পরিবহন নীতিমালা, এপ্রিল ২০০৪ এবং জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যম ভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩, নগর পরিবহন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে, পার্কিং নীতিমালা প্রণয়নের বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও অধিক্ষেত্র এলাকার পার্কিং ব্যবস্থাপনাসহ যানবাহনের পার্কিং ফি আদায়ের পদ্ধতি স্বচ্ছ, আধুনিক ও যুগোপযোগী করিবার লক্ষ্যেও একটি সময়োপযোগী নীতিমালা আবশ্যক।

এরই প্রেক্ষাপটে ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র এলাকার যানজট নিরসনে পার্কিং ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, পার্কিং পদ্ধতির আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগীকরণ, সমন্বিতভাবে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থা ও দপ্তরের অংশগ্রহণেরর মাধ্যমে পার্কিং ফি আদায়, রাস্তায় শৃঙ্খলা আনায়ন, পথচারী বান্ধব যাতায়াত এবং ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল।

২. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

২.১ এই নীতিমালা, "পার্কিং নীতি, ২০২২'' নামে অবহিত হইবে;
২.২ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ হইতে এই নীতিমালা কার্যকর হইবে; এবং
২.৩ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র এই নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৩. সংজ্ঞা

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়:

(১) "অনষ্ট্রিট পার্কিং" অর্থ রাস্তায় পার্কিং সাইন এবং মার্কিং দ্বারা নির্ধারিত জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গাড়ী পার্কিং ব্যবস্থা;
(২) "ইজারা" অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে পার্কিং ফি আদায়ের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত ব্যবস্থা;
(৩) "ইজারাদার'' অর্থ পার্কিং চার্জ আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত এবং নিয়োজিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান;
(৪) "ইন্টারচেঞ্জ'' অর্থ যেই স্থানে যাত্রীগণ এক যানবাহন হইতে অন্য যানবাহন পরিবর্তন করিয়া থাকেন;
(৫) "কর্তৃপক্ষ'' অর্থ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ;
(৬) "কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র'' অর্থ বৃহত্তর ঢাকা এলাকার - ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলা সমূহ;
(৭) "গণপরিবহন" অর্থ নির্ধারিত রুটে ভাড়ার বিনিময়ে যাত্রী পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উপযোগী যে কোন যানবাহন;
(৮) "গাইডলাইন বা নির্দেশিকা" পার্কিং ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি বা নির্দেশনামা;"
(০৯) "তহবিল'' অর্থ পার্কিং সুবিধাদি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তহবিল;
(১০) "নির্ধারিত পদ্ধতি" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি;
(১১) "নির্ধারিত সময়" অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষণাকৃত পার্কিং এর বিভিন সময়কালের ব্যাপ্তি;
(১২) "পার্কিং যোগান" কোন নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলে গাড়ী পার্কিং করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এবং অথবা আয়তনের জায়গার সংস্থান বা সংকুলান;

(১৩) “পার্কিং চাহিদা” নির্দিষ্ট এলাকা বা অঞ্চলে গাড়ী পার্কিং করার জন্য নির্ধারিত সংখ্যক বা আয়তনের জায়গার প্রয়োজনীয়তা;

(১৪) “পার্কিং লট” বহু সংখ্যক গাড়ী একত্রে পার্কিং করার জন্য মেক্যানিক্যাল, আন্ডারগ্রাউন্ড(ভূগর্ভস্থ), এটগ্রেড (সমতলে) এবং মাল্টি স্টোরিড (বহুতল) ব্যবস্থা সম্বলিত নির্ধারিত জায়গা;

(১৫) “পার্ক এ্যান্ড রাইড'' অর্থ কোন গণপরিবহন স্টেশন বা ইন্টারচেঞ্জ সংলগ্ন পার্কিং লট যেখানে যাত্রীগণ তাদের যাত্রাস্থল হতে এসে তাদের ব্যক্তিগত যানবাহন পার্কিং করে গণপরিবহন ব্যবহার করে শহরের কেন্দ্রস্থল বা কর্মস্থলে গমন করে এবং ভ্রমণ শেষে ফিরে এসে পুনরায় ব্যক্তিগত যানবাহনে করে বাড়ী ফিরে যেতে পারে;

(১৬) “পার্কিং স্ট্যান্ডার্ড'' অর্থ বিভিন্ন ধরনের যানবাহন পার্কিং এর জন্য যানবাহন ভেদে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন জায়গা অন্যান্য সুবিধাসহ এগুলোর আগমন, নির্গমনের প্রয়োজনীয়তা সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার মান সংক্রান্ত বিবরণ;

(১৭) “প্যারা ট্রানজিট'' অর্থ নির্ধারিত রুট ব্যতীত টেম্পো, সিএনজি, হিউম্যান হলার ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিগত গন্তব্যে পৌছানোর জন্য ব্যবহৃত বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা;

(১৮) “পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা'' অর্থ ইজারাদারের মাধ্যমে পার্কিং চার্জ আদায়ের নির্ধারিত পদ্ধতিসহ পার্কিং স্থানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ।

(১৯) “বাণিজ্যিক পরিবহন” অর্থ কোন পারমিট বা অপারেটর লাইসেন্সের অধীন ব্যবহৃত বা পরিচালিত কোন গণপরিবহন বা নিজস্ব পরিবহণ বা কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত কোন যানবাহন;

(২০) “যানবাহন” অর্থ যাত্রী ও মালামাল স্থানান্তরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো যন্ত্রচালিত পরিবহণযান।

(২১) “শাখা সড়ক'' অর্থ স্থানীয় এলাকা হতে মূল সড়কের সঙ্গে সংযোগকারী সড়ক;

(২২) “সড়ক'' অর্থ কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র এলাকার সড়ক সমূহ;

(২৩) “সরঞ্জাম'' অর্থ পার্কিং ফি আদায়ের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার সিস্টেম, সফটওয়্যার ইত্যাদি;

(২৪) “স্মার্ট কার্ড'' অর্থ পার্কিং চার্জ আদায়ের জন্য ব্যবহৃত IC চিপ সম্বলিত কার্ড;

(২৫) “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” নির্ধারিত অঞ্চল/এলাকায় পাবলিক সার্ভিস প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত নির্ধারিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং পার্কিং পরিষেবা, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ;

(২৬) এনএমটি – দুই চাকার বা তিন চাকার অযান্ত্রিক বাহন যা চলাচলের জন্যে কোন ইঞ্জিন বা মোটরের উপর নির্ভর করে না; মানুষের শক্তি দ্বারা প্যাডেলের মাধ্যমে অপারেট করা হয়।

৪. উদ্দেশ্য

৪.১ যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং বন্ধ করার মাধ্যমে যানজট হ্রাস করা এবং সর্বোপরি যানবাহন চলাচলের গতি বৃদ্ধি করা;

৪.২ পার্কিং সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা আনয়ন করা;

৪.৩ পার্কিং সুবিধাদি প্রদানের জন্য ব্যয়িতব্য প্রয়োজনীয় তহবিল পুর্নভরণ এবং এর সুষ্ঠু পরিচালনা;

৪.৪ সরকারী, কর্পোরেট এবং বেসরকারী খাতের সহযোগিতায় পার্কিং অবকাঠামো নির্মাণ এবং এতদসংক্রান্ত সুবিধাদি প্রদানের ফ্রেমওর্য়াক বা কাঠামো নির্ধারণ করা;

৪.৫ পার্কিং সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করিবার জন্য এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা;

৪.৬ পার্কিং ফি আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার সীমিতকরণ

৪.৭ পার্কিং ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

৫. নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

পার্কিং নীতিমালায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে:

৫.১ পার্কিং অধিক্ষেত্র নির্ধারণ এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা

৫.২ পার্কিং সুবিধাদির সংস্থান

৫.৩ পার্কিং ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ

৫.৪ পার্কিং ফি নির্ধারণ

৫.৫ পার্কিং ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার

৫.৬ পার্কিং নীতিমালা বাস্তবায়ন
৫.৭ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণ
৫.৮ পার্কিং নীতিমালা সংশোধন এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন
৫.৯ পার্কিং সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ববন্টন

৫.১. পার্কিং অধিক্ষেত্র এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা

(১) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ পার্কিং পরিষেবা ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রয়োগ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের অধিভূক্ত এলাকার আওতাভূক্ত সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদ), সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারী অধিদপ্তর ইত্যাদি যাহারা পার্কিং পরিষেবা সম্পর্কিত পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রন এবং আইন প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত, তাহারা এই নীতিমালা অনুসরণ করিয়া পার্কিং পরিষেবা প্রদান করিবে।

৫.২. পার্কিং সুবিধাদির সংস্থান

(১) যেই সকল এলাকায় পার্কিং এর চাহিদা যোগানের চাইতে কম, সেই সকল এলাকায় পার্কিং এর জন্য স্থান চিহ্নিত করিয়া পার্কিং এর ব্যবস্থা গ্রহন করা যাইতে পারে। এই ধরনের পার্কিং এর জন্য স্থানীয় সড়ক অথবা শাখা সড়ক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

(২) যেই সকল এলাকায় পার্কিং চাহিদা যোগানের চাইতে বেশি, সেই সকল স্থানে পার্কিং স্থান নির্দিষ্ট করে সময়াবদ্ধ পার্কিং ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। এছাড়া যেকোন Neighborhood এ স্কুল, বাস স্টপ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পার্ক, বাজারের নিকট ব্যক্তিগত গাড়ী, বাইক, অযান্ত্রিক যানবাহন, সিএনজি পার্কিং এর জন্যে সময়াবদ্ধ পার্কিং ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সময়াবদ্ধ পার্কিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্কিং ফি আদায়ের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) ডিটিসিএ অধিভুক্ত এলাকার জন্য ডিটিসিএ কর্তৃক জরিপ ও স্টাডির মাধ্যমে পার্কিং- এর চাহিদা নিরুপণ করিয়া সেই অনুযায়ী পার্কিং- এর জন্য স্থানগুলি চিহ্নিত করবে। এ বিষয়ে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ডিটিসিএ আইন ২০১২ এর অনুচ্ছেদ ৯-এর (ঢ) অনুসারে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিপণি বিতান, হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, প্রশাসনিক এলাকা, রেল স্টেশন, টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট, এয়ারপোর্ট, পার্ক, স্টেডিয়াম, পিকনিক স্পট, স্মৃতিসৌধ, ধর্মীয় স্থান, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদি স্থানের পার্কিং এর জন্য Bangladesh National Building Code, ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে পর্যাপ্ত পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিপণি বিতান, হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, প্রশাসনিক এলাকা, রেল স্টেশন, টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি স্থানের জন্য নির্ধারিত পার্কিং স্থানে অতিথি/দর্শনার্থী/ক্রেতা/সাক্ষাৎকারী ইত্যাদির জন্য স্বল্প সময় পার্কিং -- এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৫) পার্কিং লট নির্মাণে মেক্যানিক্যাল, সমতল, মাল্টি স্টোরিড এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যবস্থা বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। আন্ডার গ্রাউন্ড ব্যবস্থা হিসাবে সুবিধাজনক স্থানের বর্তমান সুবিধা বজায় রাখিয়া পার্কিং লট হিসাবে বর্ধিতকরণের বা পুনঃনির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। পার্কিং লট নির্মাণে মেক্যানিক্যাল, সমতল, মাল্টি স্টোরিড এবং আন্ডারগ্রাউন্ড ব্যবস্থা বিবেচনায় লওয়া যেতে পারে ।

(৬) কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক, খেলাধুলার স্থান, স্টেডিয়াম, পিকনিক স্পট ইত্যাদি স্থানে ছুটির দিনে প্রশস্ত রাস্তার উভয়দিকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে পার্কিং করার ক্ষেত্রে ইহার ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে হইবে, যাহাতে ঐ স্থানের আশেপাশের রাস্তায় যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়।

(৭) বাণিজ্যিক পরিবহন (যেমন, বাস, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান, ওয়াটার ট্যাঙ্কার, লরি ইত্যাদি) এর জন্য রাত্রিকালীন সময়ে / কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সড়কে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মতামতের সাপেক্ষে পার্কিং ফি প্রদানের ভিত্তিতে পার্কিং -এর অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। কিন্তু পার্কিং সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই মহাসড়কের উপরে অনুমোদন দেওয়া যাবে না।

(৮) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কোন এলাকা/অঞ্চলে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত যানবাহন, (যেমন- অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গাড়ি) , সাইকেল, হিউম্যান হলার (রিক্সা-ভ্যান) ইত্যাদির পার্কিং-এর জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মতামতের ভিত্তিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত স্থানে পার্কিং করিতে হইবে।

(৯) জনবহুল, ঘনবসতিপূর্ণ, বাণিজ্যিক অথবা প্রশাসনিক ব্যস্ত এলাকাগুলো, যেখানে পার্কিং-এর চাহিদা বেশি সে সকল স্থানের জন্য মাল্টি-লেভেল পার্কিং লট- এর সুবিধা বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই সকল এলাকাগুলোতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত এবং নির্ধারিত খালি প্লট/স্থানে মাল্টি-লেভেল পার্কিং লট নির্মাণ করা যাইতে পারে।

(১০) সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেই সকল রাস্তার উপর পার্কিং চিহ্নিত করা থাকিবে কেবল সেই সকল রাস্তার উপরই যানবাহন পার্কিং করা যাইবে এবং যেই সকল রাস্তার উপর পার্কিং চিহ্নিত করা থাকিবে না সেই সকল রাস্তার উপর কোনো পার্কিং করা যাইবে না।

(১১) গণপরিবহনের বিভিন্ন ষ্টেশনে এবং বাস রুটের বিভিন্ন স্টপে প্যারা-ট্রানজিট টার্নিং এবং সাময়িক অবস্থানের জন্য সুবিধাজনক এবং সুনির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

(১২) বাস-ট্রাক টার্মিনাল, সিটি বাস ডিপো নির্মাণের জন্য সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করিতে হইবে। এই সকল টার্মিনাল এবং ডিপো সমতল, বহুতল এবং ভূগর্ভস্থ এই তিন প্রকারের ব্যবস্থাই বিবেচনায় লওয়া যাইতে পারে। এই সকল স্থানে ট্যাক্সি, সিএনজি, ব্যক্তিগত গাড়ি ইত্যাদি অন্যান্য পরিবহণের স্বল্পসময় পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(১৩) এয়ারপোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন, মেট্রো স্টেশন, বাস টার্মিনাল, লঞ্চ টার্মিনাল ইত্যাদি স্থানগুলিতে পার্ক এন্ড রাইড সুবিধার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

(১৪) কমিউনিটি সেন্টার, পার্ক, খেলাধুলার স্থান, স্টেডিয়াম, পিকনিক স্পট ইত্যাদি স্থানে ছুটির দিনে প্রশস্ত রাস্তার উভয়দিকে পার্কিং ফি নির্ধারণ পুর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পার্কিং- এর সংস্থান করা যাইতে পারে।

(১৫) আবাসিক ভবনে বাধ্যতামূলক পার্কিংয়ের পরিবর্তে সরকারী বা বেসরকারি উদ্যোগে কমিউনিটি লেভেলে পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে পারে। সরকার বা কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ করে নিজে অথবা বেসরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন করতে পারে। বাড়ির মালিকরা/যে কেউ চাইলে কমিউনিটি পার্কিং এলাকা থেকে পার্কিং স্পেস কিনে রাখতে পারবে। পার্কিং চার্জ ঘণ্টা, দৈনিক অথবা মাসিক হিসাবে প্রযোজ্য হতে পারে। কমিউনিটি পার্কিং এলাকায় কার ওয়াস সুবিধা, কার লিফট এবং র‍্যাম্প থাকতে হবে।

(১৬) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভূমি ব্যবহার, স্ট্র্যাকচারের ফাংশন, ট্রাফিক বৈশিষ্ট্য, চলমান পরিবহন প্রকল্প প্রভৃতি বিবেচনাপূর্বক পার্কিং স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

৫.৩. পার্কিং ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ

(১)ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মতামতের ভিত্তিতে পার্কিং সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ এর দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, পুলিশ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে “অন-স্ট্রিট পার্কিং” নির্ধারণ করিবে।

(৩) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পার্কিং সুবিধাদির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্বে থাকিবে। সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মতামতের ভিত্তিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারী খাতের মাধ্যমে পার্কিং সুবিধাদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য নিয়োগ প্রদান করা যাইতে পারে।

(৪) পার্কিং সুবিধাদি প্রদান সংশ্লিষ্ট কাজে ইজারাদার, ঠিকাদার ইত্যাদি নির্বাচনে মানসম্পন্ন এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতার কারণে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) ইন্টারসেকশন থেকে ১০০ মিঃ এর মধ্যে কোন পার্কিং হবে না, "No On-Street Parking" জোন বিবেচনা করতে হবে।

(৬) প্রত্যেক ইমারতের পার্কিং সংস্থানগুলির উপযোগীতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। যেই সকল ইমারতে পার্কিং সুবিধাদির ঘাটতি রহিয়াছে, সেই সকল ইমারতের ঘাটতি ইমারত নির্মাণ বিধিমালা অনুসারে পূরণ করিতে হইবে এবং ঘাটতি পূরণে ব্যর্থ হইলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) যেই সকল অঞ্চলে পার্কিং সুবিধার ঘাটতি রহিয়াছে সেই সকল স্থানে পার্কিং সুবিধাদি নির্মাণ এবং পরিচালনায় বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

(৮) বাস-ট্রাক টার্মিনাল, সিটি বাস ডিপোর সকল সুবিধাদি উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় বেসরকারী খাতকে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। এই সকল টার্মিনাল এবং ডিপোগুলিতে স্বাস্থ্যকর রেস্তোঁরা, লাউঞ্জ, ওয়াশ রুম, মেইন্টিন্যান্স ওয়ার্কশপ, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা যাইতে পারে।

(৯) জনবহুল, ঘনবসতিপূর্ণ, বাণিজ্যিক অথবা প্রশাসনিক ব্যস্ত এলাকার প্লটে/স্থানে ভূমি মালিক নিজেরাই পার্কিং লট নির্মাণ করিতে পারে এবং পরিচালনা করতে পারে। এক্ষেত্রে তাহাদেরকে ডিটিসিএ আইন ২০১২ এর ৯ (চ) ধারা অনুযায়ী পার্কিং প্ল্যান এর অনুমতি প্রদান করা যাইতে পারে। এই সকল এলাকার বাসিন্দারা আশেপাশের পার্কিং লটের সেবা নিতে পারিবেন।

(১০) রাস্তায় অবৈধ পার্কিং বন্ধ করার জন্য ট্রাফিক পুলিশ অননুমোদিত পার্কিং-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। পার্কিং নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পার্কিং এনফোর্সমেন্ট সেল গঠন করা যাইতে পারে। (১১) গণপরিবহনের নিবন্ধনের অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই পার্কিংয়ের স্থান যথাযথভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে।

(১২) পার্কিং স্থানসমূহকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক থার্মোপ্লাস্টিক পেইন্টের দ্বারা স্থান চিহ্নিত করিতে হইবে এবং সাইন বোর্ড, ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে পার্কিং-এর ধারণ ক্ষমতা, সময়কাল, ফি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।

(১৩) বহুতল পার্কিং স্থাপনাসমূহ কার্যকর রাখার লক্ষ্যে ইহার ব্যবস্থাপনা, রক্ষনাবেক্ষণ এবং পরিচালনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথভাবে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

(১৪) মালবাহী যানবাহন এর জন্যে নিরাপদ ও সুগম্য পার্কিং এর ব্যবস্থা করতে হবে; Freight Parking Management Plan ডেভেলপ করতে হবে।

(১৫) প্রাতিষ্ঠানিক ভবন, সচিবালয়, শপিং মল, মেট্রো স্টেশন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাইসাইকেল পার্কিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৬) পার্কিং অবকাঠামোর গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পার্কিং সুবাধাদি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষনের কাজে নিয়োজিত ইজারাদার, ঠিকাদারের সকল কর্মচারীকে মানসম্মত পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

(১৭) অনলাইনভিত্তিক সাইকেল শেয়ারিং পরিষেবা চালু করা যেতে পারে; সেক্ষেত্রে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সাইকেল বুকিং, ভাড়া নেয়া ও ডিজিটালি অর্থপ্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

(১৮) যথাযথ সাইন, মার্কিং ও ডিজাইনের মাধ্যমে পার্কিং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। সকল পার্কিং স্পটে প্রতিবন্ধীবান্ধব পার্কিং এর সংস্থান রাখতে হবে।

(১৯) পার্কিং ব্যবস্থাপনার জন্যে পৃথক সেল গঠন করা যেতে পারে এবং ট্রাফিক ওয়ার্ডেন নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।

৫.৪. পার্কিং ফি নির্ধারণ

(১) পার্কিং ফি নির্ধারণের জন্য পার্কিং -এর স্থান, সময়, গাড়ির ধরণ, নিরাপত্তা, সুবিধাদি, পরিষেবা, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বিবেচনায় লইয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপযুক্ত কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করিবে। এইরুপ কমিটিতে ডিটিসিএ, রাজউক, পুলিশ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডাদের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

(২) পার্কিং ফি নির্ধারণে একক কোন কৌশল গ্রহণ করা হইবে না। পার্কিং ফি শহরের বিভিন্ন স্থানের গুরত্বভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইবে।

(৩) পার্কিং সময়কালের উচ্চ টার্নওভারের লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী পার্কিং ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করিতে হইবে।

(৪) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পিক পিরিয়ড, অফ পিক পিরিয়ড, কর্ম দিবস, ছুটির দিন ইত্যাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন পার্কিং ফি নির্ধারণ করিবে। রাত্রিকালীন পার্কিং ফি ডিসকাউন্ট হারে নির্ধারণ করিতে হইবে এবং ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় লইতে হইবে।

(৫) রাস্তার উপর পার্কিং ফি অফ-স্ট্রিট পার্কিং হইতে বেশী হইবে এবং প্রিপেইড স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে পার্কিং ফি পরিশোধে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। রাস্তার উপর পার্কিং-এর জন্য প্রতি আধা ঘন্টা স্লটের জন্য ফি নির্ধারণ করা যাইতে পারে। রাস্তার উপর দীর্ঘমেয়াদী পার্কিং নিরুসাহিত করা হইবে এবং দীর্ঘমেয়াদী পার্কিং ব্যবহারকারীদের জন্য অধিকহারে ফি নির্ধারণ করা যাইতে পারে।

(৬) বহুতল পার্কিং সুবিধাদির চারপাশের ৫০০ মিটার অঞ্চলের সকল রাস্তা 'নো- অন স্ট্রিট পার্কিং' অঞ্চল হিসাবে নির্ধারণ করা যাইতে পারে। ৫০০ মিটার অঞ্চলের মধ্যে রাস্তার উপর পার্কিং করিতে গেলে, পার্কিং ফি বহুতল পার্কিং ফি -এর নুন্যতম দ্বিগুণ নির্ধারণ করা যাইতে পারে, যাহাতে বহুতল পার্কিং সুবিধাদি ব্যবহারের চাহিদা থাকে। বহুতল পার্কিং সুবিধাদির পরিচালনা ব্যয় যুক্তিসঙ্গত রাখিতে হইবে এবং ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৭) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত সব ধরনের পার্কিং ফি, ইজারা ফি, জরিমানা ইত্যাদি এবং পার্কিং সুবিধাদি সরবরাহকারীর জমাকৃত রাজস্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুকূলে একাউন্টে জমা করা যাইতে পারে। উক্ত একাউন্টে জমা নিশ্চিত করিবার জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। এই অর্থ পার্কিং অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষনাবেক্ষণ, সরঞ্জাম সংগ্রহ, উন্নয়ন এবং পরিচালনার কাজে ব্যয় করা হইবে। ফুটপাথ, সাইক্লিং এবং গণপরিবহন ব্যবহার সংক্রান্ত প্রচারণায় উক্ত অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পার্কিং ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন তহবিল পুর্নভরণেরব্যবস্থা করিতে পারে।

৫.৫. পার্কিং ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার

(১) পার্কিং চাহিদা নিরুপণ, পার্কিং সংক্রান্ত নিয়ামাবলী অমান্যকারী চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ, ফি আদায় ইত্যাদি সহজতর করিবার লক্ষ্যে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) পার্কিং ব্যবস্থাপনায় স্বয়ংক্রিয় Parking Charge Barrier, পার্কিং মিটার ও সিসিটিভি স্থাপন করা যাইতে পারে এবং RFID (Radio-Frequency Identification) ট্যাগগুলির মাধ্যমে গাড়ির ধরন, পার্কিং সময়, ফি আদায় ইত্যাদি আদায় করা যাইতে পারে।

(৩) ইলেক্ট্রনিক নির্দেশিকা, প্রদর্শনী বোর্ড এবং ওয়েব সাইটে প্রকাশের মাধ্যমে পার্কিং সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্যাদি গাড়ির চালকদেরকে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) অনস্ট্রিট এবং অফস্ট্রিট পার্কিং –এর ফি (ইজারা ফি, জরিমানা ইত্যাদি) আদায়ের পদ্ধতি বিশ্বমানে উন্নত এবং সহজতর করিবার জন্য বিশ্বের অন্যান্য উন্নত শহরের ন্যায় স্মার্ট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ফোন এপস, মাইক্রোচিপ এবং ওয়্যার লেস নেটওয়ার্কিং ইত্যাদি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পার্কিং ফি আদায় করা যেতে পারে।

(৫) বাণিজ্যিক এলাকা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক এলাকা, বিপনি বিতান, রেল স্টেশন, টার্মিনাল, লঞ্চ ঘাট, এয়ারপোর্ট, পার্ক, স্টেডিয়াম, পিকনিক স্পট ইত্যাদি স্থানে অনলাইনের মাধ্যমে পার্কিংয়ের জন্য জায়গা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাসড়ক সংলগ্ন শিল্প কারখানার অভ্যন্তরে নিজস্ব জায়গায় পার্কিং এবং মালামাল লোড-আনলোডের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

(৬) পার্কিং -এর স্থান, ধারন ক্ষমতা, সুবিধাদি, পার্কিং ফি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত হালনাগাদ তথ্যাদি-দিয়ে অ্যাপ তৈরি করা যাইতে পারে।

৫.৬. পার্কিং নীতিমালা বাস্তবায়ন

(১) পার্কিং নীতিমালার বাস্তবায়ন নির্ভর করিবে কার্যকর ও যথাযথভাবে পার্কিং ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ এবং আইন প্রয়োগের উপর। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় পুলিশ বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকিবে এবং ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ সমন্বয়, পরীবিক্ষণ ও অনুমোদন করিবে।

(২) রাস্তার এবং ফুটপাথের উপর অননুমোদিত পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করিতে হইবে। অবৈধভাবে পার্কিং করা যানবাহনের ফটোগ্রাফ, ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(৩) রাজউক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উহার অধিক্ষেত্রের অধীনে নির্মিত ইমারতের পার্কিং ব্যবস্থার সংস্থান এবং এর ব্যবহার লংঘন নিরীক্ষণের দায়িত্বে থাকিবে। রাজউক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেইসব ইমারতে পার্কিং সংশ্লিষ্ট ইমারত নির্মাণ বিধিমালা লংঘন করা হইবে ঐ সমস্ত ইমারতের মালিককে জরিমানা করা এবং সংশোধনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকিবে।

(৪) শহর এলাকার অনুমোদিত রোড সাইন এবং রোড মার্কিং দ্বারা চিহ্নিত পার্কিং স্থানগুলি ব্যতীত, অন্যান্য সকল এলাকার সকল রাস্তার উপর পার্কিং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকিবে।

(৫) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কমিটি কর্তৃক ধার্যকৃত পার্কিং ফি এবং পার্কিং সংক্রান্ত আইন লংঘনের শাস্তি সকলকে অবহিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৬) প্রতিটি অঞ্চলে আইন প্রয়োগ এবং নজরদারীর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক যথাযথ পদমর্যাদার আইন প্রয়োগকারীর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। পার্কিং আইন লংঘনকারী গাড়ীগুলি জব্দ করার জন্য টো-ট্রাক, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং জব্দ করা গাড়ি রাখিবার জন্য স্থান যথাযথভাবে নির্ধারণ করিতে হইবে। জব্দ করা গাড়ীগুলির দ্রুত আইনি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫.৭. প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং শক্তিশালীকরণ

(১) পার্কিং সুবাধাদি প্রদান, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পার্কিং অবকাঠামো উন্নয়ন, সহায়ক যন্ত্রপাতি, ইহার ব্যবস্থাপনার গুনগতমান উন্নত করার স্বার্থে এতদ সংশ্লিষ্ট সকল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থা সমূহকে শক্তিশালী এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

(২) রাজউক এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিদ্যমান ইমারত নির্মাণ বিধিমালার ভিত্তিতে ইমারতের পার্কিং ব্যবস্থা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা এবং লংঘনকারীদের নিকট হইতে জরিমানা আদায়ের এবং সংশোধনের নিমিত্তে জনবলের সংস্থানসহ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং পরিবর্ধনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৩) স্থানীয় আইনশৃংক্ষলা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান, পার্কিং আইন প্রয়োগ এবং পার্কিং সংক্রান্ত অপরাধ নিরসনে নিয়মিত নজরদারীর দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করিবে।

(৪) পার্কিং ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৫.৮. পার্কিং নীতিমালা সংশোধন এবং নির্দেশিকা প্রণয়ন

(১) সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সময় সময় এই নীতিমালা সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করিতে পারিবে।

(২) পার্কিং নীতিমালায় চিহ্নিত অধিক্ষেত্রের জন্য পার্কিং সুবাধাদি সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রতি পাঁচ (৫) বৎসর অন্তর অন্তর পার্কিং নির্দেশিকা পর্যালোচনা করিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী ইমারত নির্মাণ বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) সরকার ডিটিসিএ আইন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনের মাধ্যমে অধিভুক্ত এলাকা সমন্বয়/সম্প্রসারণ করিলে এই নীতিমালা উক্ত এলাকার উপরও প্রযোজ্য হইবে।

৫.৯. পার্কিং সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ববন্টন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট সংস্থা
১.	আবাসিক অথবা বাণিজ্যিক অথবা ব্যস্ত এলাকার রাস্তায় দিবা-রাত্রিকালীন পার্কিংয়ের জন্য স্থান সনাক্ত করা।	ডিটিসিএ, রাজউক, সিটি কর্পোরেশন, ডিএমপি, পৌরসভা, বাংলাদেশ পুলিশ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
২.	জরিপের মাধ্যমে পার্কিং চাহিদা নিরুপন, নতুন নতুন স্থান অনুসন্ধান, বরাদ্দ, অনুমোদন করা।	ডিটিসিএ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
৩.	রাস্তার উপর অথবা বহুতল অথবা বাণিজ্যিক অথবা আবাসিক অথবা দিবা-রাত্রিকালীন পার্কিং ফি যথাযথভাবে নির্ধারণ করা।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
৪.	বহুতল পার্কিং সুবিধাদির এর উন্নয়ন করা।	রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
৫.	স্বয়ংক্রিয় পার্কিং ব্যবস্থাপনা তৈরি করা।	ডিটিসিএ, রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
৬.	পার্ক এবং রাইডের সুবিধাদি তৈরি করা।	ডিটিসিএ, রাজউক, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
৭.	পার্কিং লট উন্নয়নের জন্য খালি প্লট চিহ্নিত করা এবং অনুমতি প্রদান করা।	ডিটিসিএ, রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
৮.	রাস্তায় অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ এবং জরিমানা আদায় করা।	বাংলাদেশ পুলিশ
৯.	ফুটপাথ পার্কিং মুক্ত করা এবং অবৈধ পার্কিং – এর অপরাধে শাস্তি প্রদান করা।	বাংলাদেশ পুলিশ
১০.	রাস্তায় অবৈধ পার্কিং করা যানবাহন অপসারণ করা।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পুলিশ
১১.	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারী খাতে পার্কিং ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের লাইসেন্স প্রদান করা। সরকারী-বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদোত্তীর্ণ, জব্দ বা বাজেয়াপ্ত গাড়ি রাখার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ
১২.	অবৈধ পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে জরিমানা বাড়ানোর বিষয়ে সড়ক পরিবহন আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা।	বিআরটিএ
১৩.	গণপরিবহন নিবন্ধণের পূর্বে পার্কিং -এর স্থান নিশ্চিত করা।	ডিটিসিএ, বিআরটিএ
১৪.	সরকারী, বেসরকারি, বাণিজ্যিক ভবন, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন কেন্দ্র, বাস-ট্রাক-লঞ্চ টার্মিনাল, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি স্থানের পার্কিং সুবিধাদি পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	ডিটিসিএ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পুলিশ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট সংস্থা
১৫.	স্বল্পমেয়াদী পার্কিংকে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	ডিটিসিএ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ পুলিশ
১৬.	প্যারা ট্রানজিট -এর জন্য পার্কিংয়ের স্থান নির্ধারণ করা।	ডিটিসিএ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ